বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩

প্রতিপাদ্য বিষয় : "ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই "
তারিখ : ০৫/০৬/২০১৩ খ্রিঃ
সময় : সকাল ৯.০০ বেলা ১২.০০ পর্যন্ত
স্থান : পুরাতন ডি.সি কোর্ট থেকে পদ্মা ট্রেনিং সেন্টার
কর্মসূচী : র‍্যালি ও প্রেস ব্রিফিং
আয়োজনে : পদ্মা সমাজ কল্যান সংস্থা ও ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোটেকশন ফোরাম, ঝিনাইদহ।
সহযোগিতায় : কোস্টাল ডেভলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) ও ইউ.এন.ই.পি
বাস্তবায়নে : পদ্মা সমাজ কল্যান সংস্থা
অংশগ্রহনকারী : সাংবাদিক, শিক্ষক, ইউনিয়ন উন্নয়নকর্মী, সমাজ সেবক, পরিবেশবীদ, ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি ।

উপস্থিত সংখ্যা : র‍্যালি ২০০ জন, প্রেস ব্রিফিং (সাংবাদিক ১০, অন্নান্য ২০) মোট ৩০ জন ।

প্রেস ব্রিফিং উপস্থাপন করেন : পদ্মা সমাজ কল্যান সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রটেকশন ফরাম এর সদস্য সচিব জনাব মো: হাবিবুর রহমান ।

বক্তা :
১. ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল মাবুদ জেলা প্রতিনিধি দৈনিক কালের কণ্ঠ ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে সহ-সভাপতি ও দৈনিক মানব জমিন জেলা প্রতিনিধি জনাব আমিনুল ইসলাম লিটন, ২. দৈনিক প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি জনাব আজাদ রহমান, ৩. এসএটিভির জেলার প্রতিনিধি জনাব ফয়সাল আহমেদ, ৪. সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি জনাব শাহনেওয়াজ সুমন, ৫. উইলস এর প্রেসিডেন্ট নুরুন নাহার কুসুম, ৬. পদ্মার ক্লাইমেট চেঞ্জ অফিসার জনাব শাহিন আলম, ৭. পদ্মার পরিবেশ গবেষক পরিবেশবীদ জনাব মো: শরিফুল ইলাম, ৮. আদর্শ মহিলা সংস্থা নির্বাহী পরিচালক মাকসুদা খাতুন, ৯. সমাজ সেবক জনাব আব্দুল আজিজ, ১০. মোহাম্মদ নাছিম আনসারী, জেলা প্রতিনিধি দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্ট প্রমুখ।

আলোচনা :
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ "ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই " প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ।

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) এবং সহযোগী সংগঠন পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোটেকশন ফোরাম ঝিনাইদহ, বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় স্থানীয় জনসাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সাথে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবহিকতায় কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহ যৌথভাবে একটি র‍্যালী এবং প্রে ব্রিফিং এর আয়োজন করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ উদযাপনের মাধ্যমে দেশের তথা বিশ্বের আপামর জনসাধারনকে খাদ্য অপচয় রোধ এবং সংরক্ষনের গুরুত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে একটি র‍্যালী ও প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি ঝিনাইদহ পুরাতন ডিসিকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পদ্মা অফিস পর্যন্ত গিয়ে অবস্থান করে এবং সমবেত উপস্থিতিদের সামনে আলোচকবৃন্দ পরিবেশ দিবসের উপর আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। উপস্থিত বক্তারা

পর্যায়ক্রমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ এর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে এবিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। আলোচনার মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি আসে-" নিজে ও পারিবারকে সচেতন করে দেশের পরিবেশকে উন্নয়ন করবো ।"

পরিবেশ দিবস ২০১৩'এ আমাদের দাবিসমূহঃ

১। কৃষককে স্বাধীনমত ফসল ফলানোর অধিকার দিতে হবে এবং পছন্দসই বিপনন ব্যবস্থা করতে হবে;

২। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্টোরের ব্যবস্থা করতে হবে;

৩। ধনীদের উচিৎ হবে খাদ্য অপচয় না করে সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা;

৪। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন খাদ্য তালিকায় কম রাখা বা পরিহার করা; এবং

৫। জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় বন সংরক্ষণ করা এবং নতুন বনায়ন করা;

৬। শহরে বশতবাড়ির আঙ্গিনায় গাছ লাগানোর আইন করা ;

৭। উচু জায়গায় বশতবাড়ি তৈরি করা ;

৮। পানি, বিদ্যু ও খাদ্যসহ সকল অপচয়রোধে সচেতনমূলক কার্যক্রম করা।

৯। নিজে ও পরিবারের সকল সদস্যকে চেতনমূলক কার্যক্রম করা।

১০। সকল আবর্জনা বাস্তবায়ন মূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা। (বিদ্যু, জ্বালানী ও জৈবসারে রূপান্তরিত করা)

সংযুক্তি :

১। কী-নোট

২। ছবি

৩। পেপার কাটিং।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩

প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ "ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই"

বিশ্ব পরিবেশ দিবসঃ

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করছে। ১৯৭২ সালের ৫ জুন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১১৩ টি দেশের এক হাজার তিনশত জন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার প্রত্যয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে ২৭তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ স্টকহোমে সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কার্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইউনেপ (United Nations Environment Programme) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বছরের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। যার মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী পরিবেশের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়মিত পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশের জন্য ইতিবাচক কর্মসূচিকে তুলে ধরা। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সবুজ পৃথিবী তৈরি করতে সকলকে একই দিকে পরিচালিত করে যা তাদের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি জঞ্জাল সুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্যময় ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী রেখে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই

১৯৭৪ সাল থেকে ইউনেপ প্রতিবছরে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই"। প্রতি বছর সারা বিশ্বে বিপুল পরিমাণ খাদ্য অপচয় হয় অপরদিকে কেটি কোটি মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এর মতে প্রতি বছর ১.৩ বিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় হচ্ছে। একই সাথে পৃথিবীর প্রতি ৭ জনে ১ জন ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিছানায় যায় এবং প্রতিদিন গড়ে ২০,০০০ (বিশ হাজার) এরও অধিক শিশু ক্ষুধার যন্ত্রনায় মারা যায়, যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে। সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষের খাদ্য চাহিদার ভিন্নতা ও ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। মানুষকে খাদ্য এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপচয় রোধ করা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা যদি খাদ্য নষ্ট বা অপচয় করি তার প্রভাব পরিবেশের উপর কতখানি তা আমাদের ভাবতে হবে। এক লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ১,০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয় এবং একটি হ্যামবার্গার বানাতে যতটুকু উপাদান প্রয়োজন হয় তা উৎপাদন করতে ১৬,০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত যদি আমরা এই বার্গারটি না খেয়ে নষ্ট করি বা ডাস্টবিনে ফেলে দেই তাহলে এটি বানাতে ব্যবহৃত পানি থেকে শুরু করে গরু দ্বারা নিঃসরিত, বিপনন ব্যবস্থাপনার ফলে নিঃসরিত কার্বন যেমন পরিবেশের ক্ষতি সাধন করলো তেমনি ১৬,০০০ লিটার পানির অপচয় হলো। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ক্ষতি করলাম। এ জন্যই খাদ্য অপচয় কমানো খুবই জরুরী। বিশ্বের মোট আবাদযোগ্য ভূমির ২৫%, ব্যবহৃত মিষ্টি ও স্বাদু পানির ৭০%, উজাড় হওয়া বনের ৮০%, এবং নিঃসারিত কার্বন-ডাই অক্সাইডের ৩০% খাদ্য উৎপাদনের কারনে হয়ে থাকে। এটি জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং ভূমি-ব্যবহার পরিবর্তনের একটি প্রধান কারন। আমাদের যদি পর্যাপ্ত ধারনা থাকতো কতটুকু খাদ্য উৎপাদন করতে কি পরিমান পানি এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের ক্ষতি হয় তাহলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন খাদ্য পরিহার করে চলতে পারতাম, বিশেষকরে

রসায়নিক সার বা কীটনাশক দ্বারা উৎপাদিত খাবার গ্রহনের ক্ষেত্রে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য ক্রয় করা হলে কার্বন নিঃসরণ সীমিত করা সম্ভব। কারণ বিশ্বের আরেক প্রান্ত থেকে খাদ্য ক্রয় করা হলে পরিবহনের জন্য বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষি প্রধান দেশ। ১৪৭,৫৭০ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। কৃষি প্রধান দেশ হলেও খাদ্য চাহিদা পূরনের জন্য এদেশকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। এদেশের ৬১ ভাগ জনগণ ভূমিহীন, ২৯ ভাগ জনগণ প্রান্তিক চাষী। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৪ ভাগ গ্রামে বাস করে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। দেশের জিডিপি'তে কৃষির অবদান ৩১.৬ ভাগ। সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে আমাদের এই কৃষিকে রাসায়নিক আগ্রাসনের হাত থেকে বাচিয়ে রাখবো, কিভাবে হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।

বানিজ্যিক উদারীকরনের নামে বাংলাদেশ মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে গা ভাসিয়ে দেয়ার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের শ্রমজীবি সাধারন মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক ও সাধারন কৃষক। নয়া-উদার নীতিমালা জনগনের খাদ্যের সংস্থানের বদলে আন্তর্জাতিক বানিজ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়। পৃথিবী থেকে ক্ষুধা দূর করতে এসব নীতিমালা একদিকে যেমন কৃষি আমদানির উপর জনগনের নির্ভরতা বৃদ্ধি করছে অন্যদিকে শিল্পায়নকে শক্তিশালী করছে। এসব নীতিমালা কোটি কোটি কৃষককে তাদের ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এই সাথে গ্রামীণ জীবন থেকে উচ্ছেদ করে অভিবাসনে যেতে বাধ্য করেছে তাদের। বহুজাতিক কোম্পানী এবং শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিইটিএ'র মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এসব নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করছে। এই সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের মত ভয়াবহ একটি ইস্যু যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে মোকাবিলা করা অত্যন্ত দূরুহ ব্যাপার। এর ফলে ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে প্রতি মূহুর্তে। বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে সাথে গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ। সেই বরফ নদীর পানির সাথে মিশে অতিরিক্ত বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এক জরিপ রিপোর্ট মতে, পরিবেশ দূষনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে আমাদের খাদ্যভাস আমাদের কৃষককে যেন সহায়তা করে, সহায়তা করে বহুজাতিক কোম্পানীর চটকদার পরিবেশ বিনষ্টকারী খাদ্যের আগ্রাসন থেকে।

পরিবেশ দিবস ২০১৩'এ আমাদের দাবিসমূহঃ

১। কৃষককে স্বাধীনমত ফসল ফলানোর অধিকার দিতে হবে এবং পছন্দসই বিপনন ব্যবস্থা করতে হবে;
২। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্টোরের ব্যবস্থা করতে হবে;
৩। ধনীদের উচিৎ হবে খাদ্য অপচয় না করে সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা;
৪। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন খাদ্য তালিকায় কম রাখা বা পরিহার করা; এবং
৫। জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় বন সংরক্ষণ করা এবং নতুন বনায়ন করা;

এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আনেক মানুষ এখনও তিন বেলা পেটপুরে খাদ্য গ্রহন করতে পারছে না আবার অনেকে খাদ্যের অপচয় করছে। প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে খাদ্য অপচয় না করে সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কোস্টাল ডেভলপমেন্ট পার্টনারশি সিডিপি এর সহযোগিতায় পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও ক্লামেট চেঞ্জ প্রোটেকশন ফোরাম এর আয়োজনে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।।